আজকের কাগজ

তারিখ ... 18 JUN 1995 .. ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে-

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ইত্যাদি পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা বিভাগ একেক বছর একেক ধরনের নিয়ম পালন করে যাচ্ছেন। যেমন-গত কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদেরকে গণিত বিষয়ে ২৩ (তেইশ) নম্বর অর্থাৎ পাস নম্বরের চেয়ে দশ নম্বর কম পেয়েও কৃতকার্য হতে দেখা যাচ্ছে। যা, আগে কখনোই সম্ভব ছিল না। অপরদিকে '৯০ইং থেকে '৯২ইং পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শুধুমাত্র একটি বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদেরকে রেফার্ড দেয়া হয়েছিলো। এর ফলে পরীক্ষার্থীরা ফলাফল ঘোষণার ২/৩ মাস পর উক্ত বিষয়সমূহে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলো।

পরবর্তীকালে '৯৩ ইং সনে এই রেফার্ড পদ্ধতি বাতিল করে গ্রেস নম্বরের মাধ্যমে বিশেষ পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। অথচ '৯৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরকে রেফার্ড অথবা গ্রেস নম্বর কোনটিরই সুযোগ দেয়া হয়নি। অপরদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেফার্ড পদ্ধতি বিলুপ্ত ঘোষণা করে কো-অর্ডিনেশন ও কনডোলেশান পদ্ধতি চালু করেছেন। পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে এভাবে একেক বছর একেক ধরনের নিয়ম-মানা হলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তাই, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর পাশাপাশি বিশেষ শ্রেণী (কমপক্ষে ২৭% নম্বর পেতে হবে) চালু করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মামুন, টিটু ও টিপু
ফায়ার ব্রিগেড পুকুরের পূর্বপাড়
বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা।